দৈনিক বাংলা

তারিখ ...26/11/78...
পৃষ্ঠা ... 5 4 ...

নতুন শিক্ষা : নতুন শিক্ষার্থী

জনসংখ্যা বাড়ছে। সাথে সাথে চাহিদাও বাড়ছে। পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এর প্রভাবও পড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই সমস্যা শুধুমাত্র বর্তমান জনগণকেই পোহাতে হচ্ছে না। আগামী দিনের উত্তরাধিকারীদেরও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। তাই আজকের শিশু-কিশোর ও যুবসমাজকে জনসংখ্যা সমস্যার সাথে কিছুটা পরিচিত রাখা দরকার। এ কারণেই জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম আজ অপরিহার্য হয়ে পড়ছে।

আজকের বিশ্বে জনসংখ্যা সমস্যাপীড়িত অনুন্নত দেশগুলো তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থায় জনসংখ্যা কার্যক্রম চালু করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে আগামী জানুয়ারী ১৯৭৯ সন থেকে এই কার্যক্রম চালু হতে যাচ্ছে। আমাদের দেশে এই প্রথম একটি নতুন শিক্ষা চালু হচ্ছে। আগামীদিনের নতুন শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত ও সচেতন নাগরিক হয়ে উঠবে এটাই আশা করা যায়। আগামী শিক্ষা বছরে যারা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য শিক্ষা-বোর্ড নতুন বই প্রকাশ করেছেন। বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান) এই তিনটি নতুন বইয়ের কিছু কিছু অংশে জনসংখ্যা সংক্রান্ত কিছু সাধারণ জ্ঞান এবং সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদের একটা ধারণা দেয়া হবে। জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞগণ ও কয়েকজন বিষয় বিশেষজ্ঞ সম্মিলিতভাবে পাঠ্যবিষয়গুলি রচনা করেছেন। ছাত্রদের কাছে জনসংখ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণ বা জনসংখ্যারোধ সংক্রান্ত কোন তথ্য নয়, শুধুমাত্র জনসংখ্যা কি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কি কি অসুবিধা হতে পারে এ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

যে তিনটি পাঠ্য বিষয়ে এই পাঠক্রম চালু হবে সেগুলোর কথা আগেই বলেছি বাংলা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান)। চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইতে একটি বর্ণনামূলক লেখা থাকবে, নাম 'আমাদের দেশ'। পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইতে একটি গল্প থাকবে। পরিবেশ পরিচিতি বইটির চতুর্থ শ্রেণীর জন্য থাকবে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার ফলাফল' এবং পঞ্চম শ্রেণীর জন্য থাকবে 'বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিস্তরণ ও পরিবর্তন' শীর্ষক দুটি ছোট্ট আলোচনা। পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান অংশে চতুর্থ শ্রেণীর জন্য থাকবে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনবসতির সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্পর্ক' এবং পঞ্চম শ্রেণীর জন্য থাকবে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব' শীর্ষক রচনা। গণিত পাঠ্য বইটির চতুর্থ শ্রেণীর জন্য 'জনসংখ্যায় ছক পড়া' এবং পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ঐকিক, শতকরা হিসাব; সহজ গড়নির্ণয় শীর্ষক অংশগুলোতে কিছু কিছু আলোচনা থাকবে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যাবে: কোন একটি কৃষক পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন এবং বৎসরে তাদের মোট খাদ্যের প্রয়োজন হয় ৬০ মন। কিন্তু সারা বৎসরে তারা খাদ্য উৎপাদন করে মাত্র ৪৮ মন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত হলে ৪৮ মন খাদ্য তাদের এক বৎসর চলবে? (পঞ্চম শ্রেণীর 'ঐকিক' গণিত)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯৭৫-৭৬ সালের গণনানুযায়ী দেখা যায় সারা দেশে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ১০ লক্ষ ৪১ হাজার ৬২৯ জন (ছাত্রীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৮৬ জন) এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ১০ লক্ষ ১ হাজার ৪৭৬ জন (ছাত্রীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪২ জন)। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ছাত্র-ছাত্রীর এই বিরাট অংশ ক্রমশঃ কমতে থাকে। এ কারণেই প্রথম পর্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে জনসংখ্যা শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে ফেলে তাদের মাঝে জনসংখ্যা সমস্যা যেন গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং যাতে পরবর্তীকালে তারা পরিকল্পিত জীবন ও পরিবার গঠনে সচেতন হয়ে ওঠে।

জনসংখ্যা কার্যক্রমের উদ্যোগে এই পাঠ্যক্রম চালুর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। থানা সদর দফতরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চলতি আর্থিক বছরে প্রতি জেলায় ৩টি করে থানায় ওয়ার্কশপ করা হচ্ছে। প্রতি ওয়ার্কশপে ৫৫ জন করে প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশে প্রাইমারী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৪৮ জন। আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০ হাজার ৩১৩টি। বর্তমানে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে শিক্ষককে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যেসব পাঠ্যবিষয়ে জনসংখ্যা শিক্ষা থাকবে, যেসব বিষয়ের শিক্ষকদের প্রথমে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চতুর্থ থেকে বিএ ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে জনসংখ্যা শিক্ষা পাঠ্যক্রম চালু হবে এবং এজন্য এসব স্তরের শিক্ষকদেরও পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম তৈরি করে ফেলেছেন। এসব শ্রেণীর নতুন বইতে এই পাঠ্যক্রম থাকবে। জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কারিকুলাম কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই পাঠ্যক্রম চালুর উদ্যোগ নিচ্ছেন।

আমরা জানি, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি। দশ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরাই এই শিক্ষা লাভ করে থাকে। শিশুদের এই বয়সটা থাকে বড় সরল, আগ্রহী, আর কৌতুহলী। এ সময়টায় তারা সাধারণত যা জানতে বা শিখতে পাবে তা গভীরভাবে গ্রহণ করে। ফলে পরবর্তী শিক্ষাজীবনে এবং কর্মজীবনে এই প্রাথমিক শিক্ষার বহু জ্ঞান তারা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। শিশুদের এই মন ও মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আজ আমাদের শিক্ষানীতি চালু করতে হবে। তাঁদের জন্য সহজ ও নির্ভুল বই যেমন লিখতে হবে, ঠিক তেমনি জীবন ও জাতিগঠনে উদ্বুদ্ধকরণমূলক পাঠ্যক্রমও চালু করা দরকার। নিজের জীবন ও জীবনের ভালোলাগা আনন্দ যেমন আমাদের প্রিয় তেমনি নিজের দেশ ও জাতির সমস্যা ও তার উন্নয়নের জন্য আমাদের জ্ঞান লাভ অবশ্য দরকার। এজন্যই আমাদের আগামীদিনের দেশ গড়ার কারিগরদের শিশুকাল থেকেই উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

[—ফিচার ব্যুরো]